গাংনীতে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতক পেল উপহার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহাবাটি গ্রামের তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির তৃতীয় ছেলে সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে নরমাল ডেলিভারিতে।

তাদেরকে শুভেচ্ছা উপহার দিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

শনিবার (০১ই নভেম্বর) বেলা সাড়ে বারোটার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নরমাল ডেলিভারিতে সন্তান জন্ম নেয়া ওই দম্পতির হাতে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন কার্ড ও শুভেচ্ছা উপহার তুলে দেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল আজিজ সহ অনেকেই।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তরিকুল ইসলাম ও শারমিন আক্তার দম্পতির এই ছেলে সন্তানটি জন্ম নেয়। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে শামিম আহমেদ। জেলা প্রশাসকের উপহার পেয়ে নবজাতকের পিতা-মাতা আনন্দিত। তারা বলেন, ইতিপূর্বেও তাদের দুটি ছেলে সন্তান রয়েছে তারাও নরমাল ডেলিভারির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিল।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শুভেচ্ছা উপহার বিতরণ শেষে বলেন, আমাদের মায়েদের যে ন্যাচারাল উপায়ে সন্তান প্রসবের অর্থাৎ নরমাল ডেলিভারি যেটিকে বলা হয় সেটিতে আমরা সকলকে উৎসাহিত করার জন্য যেখানে নরমাল ডেলিভারিতে বাচ্চা হবে সেখানে আমরা উপহার নিয়ে যাব। আমি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এই উদ্যোগটি নিয়েছি। উপহারের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি থাকছে সেটি হচ্ছে ওই বাচ্চার জন্ম নিবন্ধন এর কার্ডটি তাৎক্ষণিক উপহারের সাথে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

মেহেরপুরে নবজাতকে জন্ম নিবন্ধন সনদ ও উপহার বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম নেওয়া নবজাতকের মায়ের হাতে উপহার তুলে দিয়েছেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসবের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া এক কন্যা শিশুর হাতে জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে উপহারসামগ্রী প্রদান করা হয়। এ সময় নবজাতকের মা ও পরিবারকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদও হস্তান্তর করা হয়।

ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, মেহেরপুরে স্বাভাবিক প্রসব উৎসাহিত করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আমরা সবাইকে নরমাল ডেলিভারির প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহ দিচ্ছি। এই সময় উপস্থিত ছিলেন মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের চিকিৎসক, নার্স, মাঠকর্মী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব হলে প্রতিটি নবজাতক ও তার পরিবারকে শুভেচ্ছা উপহার প্রদান অব্যাহত থাকবে। এর মাধ্যমে প্রসবপূর্ব সচেতনতা, চিকিৎসা পরামর্শ ও জনসচেতনতা আরও বাড়বে।

গাংনীতে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক আর নেই

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে। গেল রাত আড়াইটার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী

জানান, ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুটির নাড়ি কাটা হয়নি। বাগানে ফেলে রাখায় সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। গেল দুদিন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের ইনকিউবেটারে ছিল। গতকাল সন্ধ্যায় কিছুটা সুস্থ হওয়ায় শিশুটিকে আইসিইউতে রাখা হয়েছিল। তবে রাতে হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর দুপুরে মটমুড়া গ্রামের একটি বাঁশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ঠ হওয়া কন্যা শিশুটিকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। গাংনী উপজেলা শিশু কল্যাণ বোর্ডের সহায়তায় তার চিকিৎসা চলছিল। পরিচয়বিহীন কন্যা শিশুটিকে দত্তক নিতে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যন্ত শিশুটির পিতামাতার পরিচয় মেলেনি।

শিশুটির দাফনের বিষয়ে গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী জানান, শিশু কল্যাণ বোর্ডের সিদ্ধান্ত হলে তার দাফন সম্পন্ন করা হবে।

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া নবজাতকের পাশে ইউএনও খায়রুল ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া নবজাতক শিশুটির খোঁজখবর নেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো: খায়রুল ইসলাম।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে তিনি নবজাতকের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের হাতে প্রয়োজনীয় উপহার সামগ্রী তুলে দেন।

উদ্ধারকৃত নবজাতকটি সুস্থ আছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা।

গাংনীতে বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিষ্ট নবজাতক উদ্ধার

মেহেরপুরর গাংনী উপজেলার মটমুড়া গ্রামের একটি বাশবাগান থেকে সদ্য ভুমিস্ট এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে নবজাতকটির কান্নার আওয়াজ শূনতে পেয়ে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন এবং চিকিৎসা করান। তবে ওই নবজাতকের পরিচয় মেলেনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডাক্তার মাসুদুর রহমান জানান, আজ দুপুরে একটি নবজাতক শিশুকে নিয়ে আসেন মটমুড়া গ্রামের লোকজন। আমরা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছি। শিশূটির স্বাশকস্ট দেখাদিলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে রেফার্ড করেছি। নবজাতকটি কন্যা শিশু বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

গাংনী থানার ওসি বানী ইসরাইল জানান, নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি শূনেছি, তবে ওই নবজাতকের পরিচয় জানার চেস্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে উদ্ধারকৃত নবজাতকটি চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরে ভৈরব নদীতে নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরে ভৈরব নদী থেকে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ২ টায় সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের হিতিমপাড়া এলাকার ভৈরব নদী থেকে মরদেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ভৈরব নদীতে সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ ভাসতে দেখে গ্রামের লোকজন উদ্ধার করে নদীপাড়ে নিয়ে আসে এরপর পুলিশকে খবর দেয়া হয়। তাদের ধারনা সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতক অবৈধ সন্তান লোকলজ্জার ভয়ে কেউ নদীতে ফেলে দিতে পারে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেজবাহ উদ্দীন বলেন, সদ্য ভুমিষ্ট এক নবজাতকের মরদেহ বৈভর নদীর পাড়ে রয়েছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে উদ্ধার করে ময়না তদন্ত করা জন্য মর্গে নেয়া হয়েছে। এঘটনা রহস্য উৎঘটনে কাজ করছে পুলিশ।

গাংনীতে নবজাতক নিয়ে গেল জ্বীন!

নয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা প্রবাসীর স্ত্রী আজমিরা খাতুন। সিজারিয়ানের জন্য যখন হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুত নিচ্ছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ৫ জন জ্বিন তার রুমে এসে বাচ্চা প্রসব করিয়ে নবজাতককে নিয়ে যাই। নবজাতকের সাথে নিয়ে যায় গর্ভাবস্থায় পরিক্ষা নিরিক্ষার বিভিন্ন ডাক্তারি রিপোর্ট। এমন এক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামে। আজমিরা খাতুন গ্রামের আজমিরা খাতুন গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের উত্তর পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের মেয়ে এবং উপজেলার তেতুলবাড়ীয়া মোল্লা পাড়ার ছহির উদ্দিন ছেলে সৌদি প্রবাসী মোকাদ্দেস আলীর স্ত্রী। চিহ্ন হিসেবে জ্বীনেরা রেখে গেছে ঘরের দেওয়ালে দুই হাতের রক্তমাখা ছাপ। হাত ও পায়ে জ্বিনের নখের আচড়ানো দাগ। নবজাতককে হারিয়ে দিশেহারা আজমিরা খাতুন। বিষয়টি এলাকায় চরম চাঞ্চল্যের সৃস্টি হয়েছে।

আজমিরা খাতুন জানান, যখন আমি চার মাসের গর্ভবতী তখন আমার ঘরে দুটি সাপ প্রবেশ করে। সাপ দুটিকে আমি ও আমার ভাই পিটিয়ে মােও ফেলি। এর কিছুদিন পর একটি জ্বীন এসে ঘুমান্তাবস্থায় আমার গলা চেপে ধরে এবং বলে তুই আমার বাচ্চা মেরেছিস আমি তোর বাচ্চা নিয়ে যাব।

এর আগে আজমিরা স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে সেবা নেন। কয়েকদিন আগে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে। সন্তান ধারনের কাগজপত্র ছিল আজমিরার ঘরে। গত রবিবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে সিজারিয়ানের জন্য হাসপাতালে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ঠিক এমন

সময় জ্বীনেরা প্রবেশ করে আজমিরার ঘরে। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে বাচ্চা প্রসব করায় জ্বীনের দল। আজমিরা তাদের সাথে জোর করতে গেলে সে সময় জ্বীনেরা তার উপরে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এসময় আজমিরা আত্মচিৎকার দিলেও বাহিরের কেউ শুনতে পায়নি। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সন্তান প্রসব করানোর পর নবজাক ও হাসপাতালে রিপোর্টগুলি নিয়ে যায় জ্বীনেরা। দীর্ঘক্ষণ ঘরে থাকাই আজমিরার মা ঘরের দরজা ধাক্কাধাক্কি করে কোন সাড়া পায় না। কিছুক্ষণ পর ঘরের দরজা খুলে চলে যাই জ্বীনের দল। পরে ঘরে প্রবেশ করে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আজমিরাকে। জ্ঞান ফিরে পেয়ে আজমিরা খোজ করে তার গর্ভে থাকা নবজাতক সন্তানকে।

এলাকাবাসী জানান, তাদের সমানে আজমিরাকে গর্ভবতী অবস্থায় দেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছে। হঠাৎ গতকাল সকালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এমন ঘটনা আমাদের জীবনে কোনদিন শোনেননি বলেও জানান এলাকাবাসী।

আজমিরার বাবা জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমার মেয়ে আজমিরা যখন চার মাসের গর্ভবতী ছিল তখন দুটি সাপ মেরেছিল। সে কারণেই জ্বিনেরা নবজাতককে নিয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন, আমি মাঠে কাজ করছিলাম। এসময় বাড়ি থেকে ফোন করে বলে আজমিরাকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে হবে। এর কিছুক্ষণ পর ফোন দিলে কেউ ফোন ধরে না। বাড়ি ফিরে শুনছি এমন ঘটনা ঘটেছে।

আজমিরার শশুর ছইরুদ্দিন জানান, হাসপাতালে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এরই মধ্যে ভাইয়ের মেয়ে রূপ ধরে প্রথমে একটি জ্বীন আসে। কিছুক্ষণ পর আরও চারজন আসে। পাঁচজন জ্বীন মিলে বাচ্চা প্রসব করাই। এসময় তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে তারা। পরে বাচ্চা নিয়ে চলে গেছে।

এবিষয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা: মাসুদুর রহমান বলেন, এমন ঘটনা আমরাও শুনছি। আজমিরা আমাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসেনি। তবে খোঁজ খবর নিয়ে পরিক্ষা করে দেখবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা বলেন, আমি জ্বীনের এমন ঘটনা আগে কখনও শুনিনি। তবে প্রকৃত বিরয়টি উদঘাটন করার চেস্টা করছি।